সংবাদ

তারিখ 30 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন

# কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা

প্রতিনিধি, গাজীপুর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিনেট অধিবেশন মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সিনেট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশনে উপাচার্য ও সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে 'কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়ন' বিষয়ক একক এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য তার অভিভাষণে চিহ্নিত শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর করাকে বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ১৩০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ, সেবা গ্রহীতাদের জন্য কল সেন্টার ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু, ৫০ বছর অগ্রগতি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, কলেজগুলোর শিক্ষার মান নির্ণয়ে র‍্যাংকিং ব্যবস্থা, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' বিষয়ে কলেজ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন, ই-ফাইলিং চালু, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নতুন বিষয় প্রবর্তন, জিপিএ-র ভিত্তিতে অনার্সে ভর্তি, সেশনজট নিরসনে গৃহীত ক্রাশ প্রোগ্রাম ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার ঘোষণা ও এর অগ্রগতি, আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের নিজস্ব ভবন নির্মাণে ডিপিপি প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে 'স্বাধীনতা' নামে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল- চিত্রকর্ম স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি ২০১৬ সালের শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ সিনেট অধিবেশনে সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে অসত্য ও মনগড়া কথা বলা এবং দলের নেতাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে জঘন্য ভাষায় মন্তব্য করার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এ ধরনের ঐদ্ধত্বপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। ভবিষ্যতে যাতে কেউ মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও সম্ভ্রম হারানো নারীদের নিয়ে কোন মিথ্যাচার করতে না পারে, তার জন্য সরকারের কাছে বিশেষ আইন প্রণয়ন করার জন্য আবেদন জানানো হয়।

অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির, সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, রামেন্দু মজুমদার, শামসুজ্জামান খান, অধ্যক্ষ ড. মো. আবুল ফতেহ, অধ্যাপক শাহ সাজেদা, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আসলাম ভূইয়া ও প্রফেসর ড. মুনাজ্জ আহমেদ নূর এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. নোমান উর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।